গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৬ - ২২ নভেম্বর ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সেলাম নন্দীগ্রাম ঃ সংগ্রামে ত্যাগে মহীয়ান বীর জনগণ

সেলাম নন্দীগ্রাম। লাখো সেলাম নন্দীগ্রামের মা-বোন-সাধারণ মানুষকে। সেলাম তাদের ঐতিহাসিক লড়াইকে। চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সরকারি মদতে খুন-ধর্ষণ-লুঠতরাজ, গত এগারো মাস চতুর্দিক অবরুদ্ধ করে প্রতিদিন গুলি-বন্দুকের আক্রমণ এবং সম্প্রতি পুলিশকে সরিয়ে রেখে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ভাড়াটে পেশাদার ক্রিমিনাল ও খুনিবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পুনরায় গণহত্যা-গণধর্ষণ-লুঠ-অগ্নিসংযোগ— সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে যে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত রেখে গেল নন্দীগ্রাম — তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে সিপিএমের ক্রিমিনালবাহিনীর নন্দীগ্রাম 'বিজয়'। নন্দীগ্রামবাসী মরতে মরতে লড়েছেন, লড়তে লড়তে মরেছেন। এই সংগ্রামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল নন্দীগ্রামের কৃষক রমণীদের, মা-বোনেদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তাঁরা প্রতিটি প্রতিরোধ সংগ্রামে একেবারে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। গুলির মুখে প্রথম তাঁরাই নিজেদের এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অনেকেই ধর্ষিতা হয়েছেন, খুন হয়েছেন, চোখের সামনে স্বামী-সন্তান-আপনজনদের খুন হতে দেখেছেন, তবু সিপিএমের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। নন্দীগ্রামের মানুষের এ লড়াই আগামী কয়েক যুগ ধরে ভারতবর্ষের গণআন্দোলনে সংগ্রামী মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ইরাক দখলের পর হিংস্র উল্লাসে জর্জ বুশের বিজয় ঘোষণার মতো সিপিএম নেতারাও ঘোষণা করেছেন, নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় ঘটেছে। ইরাকের মতো নন্দীগ্রামও প্রমাণ করবে জয় হানাদারদের হয়নি, জয় হয়েছে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনতার। গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে খালি হাতে হানাদারদের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো মরণজয়ী দৃষ্টান্ত যে আন্দোলন স্থাপন করে তার গৌরবকে কি হানাদাররা ম্লান করে দিতে পারে? কেমিকেল হাবের জন্য এস ই জেড নামক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ শোষণক্ষেত্র তৈরির সরকারি চক্রান্তকে নন্দীগ্রামের

দুয়ের পাতায় দেখুন

১২ নভেম্বর সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট

এই ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই — প্রভাস ঘোষ

১৩ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

নন্দীগ্রামে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ ১২ নভেম্বর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ২৪ ঘন্টার যে সাধারণ ধর্মঘট সফল করেছেন, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন, এটা নাকি বলপ্রয়োগ করে সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা করা হয়েছে। একথার দ্বারা সিপিএম নেতৃত্ব বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকেই অসম্মান করেছেন।

অন্যদিকে গত ৬ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের সন্ত্রাসের ফলে, আমরা যতদূর খবর পেয়েছি, নন্দীগ্রামের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ, ৩ হাজারের বেশি মানুষ নন্দীগ্রামের কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলে রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন, এ পর্যন্ত নিখোঁজ ৮০০ জন, এবং তারা কে কোথায় আছেন কেউ জানে না। এদের মধ্যে কতজন নিহত, কতজন আহত সেটাও এখন পর্যন্ত জানার উপায় নেই। ঘরবাড়ি ভেঙেছে, পুড়েছে দু' হাজারের উপরে। এইভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন সশস্ত্র হার্মাদবাহিনী হামলা চালিয়ে দখল করল, যখন ঘরছাড়া হয়ে, সিপিএমের হাতে বন্দি হয়ে, অত্যাচারিত হয়ে মানুষ আর্তনাদ করছে, তখন সিপিএমের হার্মাদবাহিনী বাজনা বাজিয়ে মদ মাংস নিয়ে আনন্দ উৎসব করেছে। আবার ঠিক সেই সময়ে সিপিএম রাজ্য দপ্তরে তাদের নেতারা বিজয় উল্লাসে বলেছেন, নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় ঘটেছে। এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকলে, বিবেক থাকলে কেউ এভাবে বলতে পারে না। চারদিক অবরুদ্ধ করে, পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে, ভাড়াটে ও সিপিএম খুনিবাহিনী দিয়ে খুন-ধর্ষণ-লুট-সন্ত্রাস করানোর পর যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঠিক কাজ হয়েছে', নিঃসন্দেহে তিনি একজন পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট শাসক।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না। অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত, তাকেও তারা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে একটা ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমরা মনে করি,

সাতের পাতায় দেখুন

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার— ১৪ নভেম্বর বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মিছিল

''আজকের এই মহামিছিল প্রকৃতই মহান, ঐতিহাসিক। নন্দীগ্রামে সিপিএমের ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আয়োজিত শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবীদের এই মহামিছিল মৌন প্রতিবাদে প্রবল ধিক্কার জানাচ্ছে ফ্যাসিস্ট শাসকদের। সহমর্মিতা জানাচ্ছে নন্দীগ্রামের বিপন্ন জনগণের প্রতি। উদ্যোক্তাদের এবং অংশগ্রহণকারী নাগরিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।''

— ১৪ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ।

নন্দীগ্রাম ঃ সংগ্রামে ত্যাগে মহীয়ান বীর জনগণ

একের পাতার পর

আন্দোলন রুখে দিয়েছে। যে মুখ্যমন্ত্রী চরম ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্যের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, নন্দীগ্রামে আমাদের কে আটকাবে! তিনিই পরে বলতে বাধ্য হয়েছেন, নন্দীগ্রামে কেমিকেল হাব হবে না। শোষিত মানুষের সঙ্ঘশক্তি উদ্ধত রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বেশি শক্তি ধরে, নন্দীগ্রামের আন্দোলন তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই যে অসমসাহসিক লড়াই তাঁরা করেছেন, তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে; গোটা ভারতবর্ষের জনগণের কাছে তা আজ প্রেরণার উৎস। নন্দীগ্রাম পশ্চিমবাংলাকে আবার জাগিয়েছে; নন্দীগ্রামকে সামনে রেখেই গণআন্দোলন আবার মাথা তুলছে। সিপিএমের স্বৈরাচারী শাসনে রাজ্যের এক বিরাট অংশের মানুষ যখন ধরেই নিয়েছিলেন, এই অন্যায়ের কোনও প্রতিকার নেই, এই স্বৈরশাসনই মানুষের ভবিতব্য, তখন নন্দীগ্রাম আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করার পথ দেখিয়েছে। একটা সরকার যত স্বৈরাচারী, যত ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করা যায়, মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়ানো যায়, নন্দীগ্রাম তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নন্দীগ্রামের প্রেরণাতেই রেশন-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আজ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়; রিজওয়ানুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছে। নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ, দৃঢ়চিত্ততা গোটা রাজ্যের মানুষকে তাঁদের পাশে টেনে এনেছে। ১২ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে অভূতপূর্ব ধর্মঘট পালিত হয়েছে। রাজ্যের সর্বজনমান্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সরকারি পদ, খেতাব ত্যাগ করে তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে গণআন্দোলনের ময়দানে এসে সামিল হয়েছেন। নন্দীগ্রামের আক্রান্ত জনতার সমর্থনে ১৪ নভেম্বর শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের আহ্বানে কলকাতায় লক্ষাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মহামিছিল প্রমাণ করে দিল — রাজ্যের জনমত কার পক্ষে। আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, সমগ্র ভারতের জনগণ বলিষ্ঠভাবে তাদের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এত অত্যাচার, এত নিপীড়ন কি মানুষ মেনে নিতে পারে! শাসকদলের সুযোগ-সুবিধাভোগীরা ছাড়া বাকি সকল সৎ সিপিএম কর্মী-সমর্থক আজ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর, অনেকে সাহসী হয়ে সম্পর্ক ছিন্নও করছেন। রাজ্যপাল সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবিক কারণে প্রতিবাদ করেছেন। অসংখ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিপিএমের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন, পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে অনেকেই দেখেছেন, রাজধানী দিল্লি, গুয়াহাটি, পাটনা, ব্যাঙ্গালোর, রাঁচি সহ অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীতে এস ইউ সি আই দলের উদ্যোগে ১২ নভেম্বর অসংখ্য বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই বিপুল সমর্থন, এই সম্মিলিত প্রতিবাদের কণ্ঠ বিপন্ন নন্দীগ্রামবাসীর প্রেরণার উৎস। এমনকী বিপুল গণবিক্ষোভের প্রভাবে ফ্রন্টের তিন শরিক দলকেও নন্দীগ্রামে সিপিএমের ভূমিকার সমালোচনা করতে হয়েছে।

শুধু এ'রাজ্য নয়, সারা দেশেই শোষিত মানুষের আন্দোলনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে নন্দীগ্রাম। ওড়িশার কলিঙ্গনগর থেকে জগৎসিংপুর — সর্বত্রই জমিরক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে শোষিত বঞ্চিত মানুষ। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে, তারও অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে নন্দীগ্রাম। পাশাপাশি নন্দীগ্রামই শাসকদলের বামপন্থার মুখোশ খুলে দিয়ে তার ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে উন্মোচিত করেছে— জনতার আদালতে সরকার আজ আসামীর কাঠগড়ায়। এই গৌরব এমনি এমনি আসেনি, বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে নন্দীগ্রামের মানুষকে। গত এগারো মাস ধরে সিপিএমের পেশাদার ভাড়াটে খুনিরা, খেজুরির দিক থেকে অবিরাম বোমা-গুলি চালিয়েছে, অপহরণ করেছে যখন তখন, কাউকে কখনও জীবিত ফেরৎ পাওয়া গেছে, কেউ হয়ে গেছে লাশ। এই দীর্ঘ সময় নন্দীগ্রামে রাতের পর রাত মানুষ ভাল করে খেতে পারেনি, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি। এমন একটা রাতও হয়তো যায়নি, যেদিন খেজুরি প্রান্ত থেকে সিপিএম ক্রিমিনালরা বোমা-গুলি না ছুঁড়েছে। সবকিছু সহ্য করেছে মানুষ। বারবার বলেছে, আমাদের ন্যায্য দাবি না মানলে আমরা লড়াই ছাড়ব না। নন্দীগ্রামের মানুষের মাথা নত করতে সিপিএম তাদের ভাতে মারার চক্রান্ত করেছে। কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসল, মৎস্যজীবীরা তাদের মাছ হলদিয়ার বাজারে নিয়ে যেতে না পারে, শ্রমিকরা শহরে কাজ করতে যেতে না পারে, সে জন্য হলদিয়ার সাথে ফেরি যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে, স্থলপথে যোগাযোগও বন্ধ করে অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরি করেছে, পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে অভাব, অভুক্ত সন্তানের কান্না, পরিজনদের বোবা চাহনি। কিন্তু কোনও কিছুতেই মানুষ মাথা নত করেনি।

নন্দীগ্রামের মানুষের লড়াই কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের লড়াই ছিল না, দলমত নির্বিশেষে কৃষক-সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিলেন ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। এই কমিটি ছিল যথার্থ অর্থেই নন্দীগ্রামের আপামর সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সিপিএম দল, সরকার ও তাদের দালালরা বারবার এই মহান সংগ্রামকে খাটো করতে একে দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ বলে দেখাবার চেষ্টা করেছে। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নন্দীগ্রাম থেকেই উঠেছে। তারা বলেছে, আমরা কোনও বিশেষ দল নয়, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে নেতৃত্ব বলে মেনে লড়াই করছি। শেষপর্যন্ত ১০ নভেম্বর সিপিএম বাহিনীর বুলেটের মুখে বুক চিতিয়ে এগিয়ে যাওয়া হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষের রক্তস্রোত প্রমাণ করে দিয়েছে, এটা জনগণের নিজস্ব সংগঠিত, আপসহীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দুটো রাজনৈতিক দলের এলাকা দখলের সংঘর্ষ নয়।

যথার্থ গণআন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে কেবল তেজস্বিতারই জন্ম দেয় না, সঠিকভাবে পরিচালিত আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধেরও জাগরণ ঘটায়, যা নন্দীগ্রামে জমিরক্ষার লড়াইয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। 'নন্দীগ্রামে পুলিশ ঢুকতে পারেনি, অতএব সেখানে আইনের শাসন নেই' বলে যখন সিপিএম নেতারা ফ্যাসিস্টসুলভ মিথ্যাচার করে যাচ্ছিলেন, তখন দেখা গেছে, এই দীর্ঘ সময়ে নন্দীগ্রামে কোনও চুরি-ছিনতাই খুন হয়নি, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি। স্কুল-কলেজ চলেছে, ব্যাঙ্ক সহ সরকারি অফিসে নিয়মিত কাজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, বুশ যেমন ইরাকে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে, অন্যত্র জাতিদাঙ্গা বাধিয়ে অত্যাচারিত মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে চেয়েছে, তেমনই সিপিএম সরকার নন্দীগ্রামেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ভাঙার নানা পরিকল্পনা করেছে। এজন্য দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারিকে পর্যন্ত তারা এ রাজ্যে নিয়ে এসে নন্দীগ্রামে ঢোকানোর চেষ্টা করেছে। এলাকার মানুষের অধিকাংশই গরিব চাষী, হয়তো সেই অর্থে শিক্ষিতও নয়, তবুও তারা সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের নজির সৃষ্টি করেছে, তা

নন্দীগ্রাম, ১৩ নভেম্বর

আগামী দিনে গণআন্দোলনের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। বহু চেষ্টা করেও সিপিএম নেতারা এই ঐক্যকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। মুখে অনেক লড়াই-সংগ্রামের কথা বললেও বাস্তবে সিপিএম নেতারা সংগ্রামী মানুষের চরিত্র সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ, তা তাদের এই আচরণেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেখানকার মুসলিম জনতাই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির ছককে রুখে দিয়েছে, বুখারিকে নন্দীগ্রামে ঢুকতেই দেয়নি। নন্দীগ্রামের জনগণের এই গৌরবময় ভূমিকাকে শত লাঠি-গুলি-বোমা দিয়ে মলিন করা কি কোনও শাসকের পক্ষে সম্ভব?

সিপিএম নেতারা বলেছেন, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র তৈরি করেছে, যা নাকি সরকার কোনওভাবেই বরদাস্ত করতে পারে না। বাস্তবে প্রতিরোধ কমিটি সেখানে কোনও পাল্টা প্রশাসন গড়েনি, পাল্টা সরকারও গড়ে তোলেনি। তাদের দাবিগুলির মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার চিহ্নমাত্র ছিল না। দাবিগুলি ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, গণতান্ত্রিক এবং সংবিধানসম্মত। ১৪ মার্চের নৃশংস গণহত্যা ও ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের শাস্তি এবং মৃত, আহত ও ধর্ষিতাদের ক্ষতিপূরণের দাবি কি গণতান্ত্রিক দাবি নয়? দাবিগুলি গণতান্ত্রিক না হলে, এই দাবির ভিত্তিতে সরকার শান্তি-বৈঠক ডাকে কী করে? উল্লেখ্য, আগস্ট মাস থেকে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডি আই জি রমেশবাবুর সাথে প্রতিরোধ কমিটি এবং এস ইউ সি আই সহ রাজনৈতিক দলগুলির তিনটি শান্তি বৈঠক হয়। শেষ বৈঠক হয় এস পি-র দপ্তরে। এর পরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ৮ নভেম্বর খোদ মুখ্যসচিব মহাকরণ থেকে কিছু দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণাও করেছিলেন, যদিও এই ঘোষণা ছিল ফ্যাসিস্টসুলভ প্রতারণা। কিন্তু দাবিগুলিকে গণতান্ত্রিক না মনে করলে সরকার তা মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে কী করে?

নন্দীগ্রামের মানুষ দীর্ঘসময় ধরে এক অসম লড়াই লড়েছেন। একদিকে সরকার-পুলিশ-প্রশাসন-ক্রিমিনাল বাহিনীকে নিয়ে শাসক দল এবং তাদের পিছনে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের অঢেল টাকা, অপরদিকে দরিদ্র অসহায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন উঠবে যে, এতদিন ধরে এ অসম লড়াই তাঁরা চালালেন কীসের জোরে, যে জোরে তাঁরা নিরস্ত্র হয়েও সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে মাসের পর মাস প্রতিহত করেছেন শুধু নয়, বাংলার মানুষকেও জাগিয়ে তুলেছে। এ কথা সত্য, নন্দীগ্রামের মানুষের ঐতিহ্য আপসহীন সংগ্রামের ঐতিহ্য। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে, তেভাগা আন্দোলনে, গত আটের দশকে উন্নয়ন পর্যদের আন্দোলনে এই সংগ্রামের নজির তাঁরা রেখেছেন। কমবেশি এ ঐতিহ্যের অধিকারী সিঙ্গুরের মানুষও। নন্দীগ্রামের মানুষ পেরেছেন, কারণ, তাঁরা নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি নামে গণকমিটি গড়ে তুলতে পেরেছেন, তার ঐক্য রক্ষা করেছেন, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সিপিএম হার্মাদ বাহিনীর আক্রমণে ঘরছাড়া নন্দীগ্রামবাসীর ত্রাণশিবিরে ১২ নভেম্বর সাংবাদিকরা দেখা পেয়েছেন এস ইউ সি আই-এর মেদিনীপুর জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সূত্রে রাজ্যের মানুষ যে নামের সাথে পরিচিত হয়েছেন সেই কমরেড ভবানীপ্রসাদ দাসের। ওঁরা আছেন। জনগণের মাঝেই আছেন। আনন্দবাজারের সাংবাদিক লিখেছেন, "ভবানীপ্রসাদ দাস রয়েছেন ব্রজমোহন স্কুলের ত্রাণশিবিরের দায়িত্বে। গোপীমোহনপুরে তাঁর বাড়িতে রয়েছেন অশীতিপর বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানেরা। তিনি বলেন, "এই শিবিরের মানুষেরা লড়াই করেছেন। এখন এঁদের ছেড়ে কোথায় যাব? সরকার যদি চায় তাহলে হয়তো শান্তি আসবে।" এভাবেই এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা নন্দীগ্রামের ঘরছাড়া অসহায় জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজ্যবাসীর উদ্দেশে প্রচারপত্রে এক আবেদনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, পাঁচ ও ছয়ের দশকে এদের 'মার্কসবাদী', 'বামপন্থী' গণ্য করে যাঁরা একদিন আশা ভরসার চোখে দেখতেন, যৌবনে এদের জন্যই অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আজ তাঁরা অনেকেই ব্যথা বেদনায় ভারাক্রান্ত। এই পরিণতি কি অতীতে দুঃস্বপ্নেও তারা ভেবেছিলেন? এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আলোকে ১৯৪৮ সালে অবিভক্ত সিপিআই-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এই দলের গঠনপদ্ধতি, মতবাদ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক রণনীতি, রণকৌশল কোনটাই মার্কসবাদ সম্মত নয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত যে তথাকথিত 'মার্কসবাদী' দলগুলিকে মহান লেনিন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এজেন্ট আখ্যা দিয়েছিলেন, যে-কারণে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধতা করে আলাদা যথার্থ মার্কসবাদী বলশেভিক দল গঠন করেছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, মার্কসবাদের নামে অবিভক্ত সিপিআই-ও বাস্তবে সেই ধরনের একটি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, যদিও সেদিন তাদের দলে অনেক সৎ নেতা ও কর্মী ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে দল ভাগ হয়ে সিপিএম হওয়ার পরেও তিনি দেখিয়েছিলেন, চরিত্রগত দিক থেকে অবিভক্ত সিপিআই-এর সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য নেই। এক ঐতিহাসিক আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, আজ সাম্রাজ্যবাদী যুগে সব পুঁজিবাদী দেশেই শাসকশ্রেণী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যুগের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতার ঝাণ্ডাকে পদদলিত করে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদের পথ নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সব দেশের বুর্জোয়া দলের মধ্যে এবং এদেশের কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে, ফ্যাসিবাদ কায়েমে কেউ বেশি শক্তিশালী, কেউ কম, এই যা পার্থক্য। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, "সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির চরিত্র এ যুগে পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার পর এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে আজ যে সব কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে এবং এদের মধ্যে যারা দেশে দেশে ক্রমেই জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রূপ পরিগ্রহ করছে (অর্থাৎ নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও কার্যত সমস্ত দিক থেকে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চরিত্র নিয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিএমের গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার

২০০৭-এর ১৪ মার্চ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল নন্দীগ্রামে সিপিএমের নৃশংস গণহত্যা ও গণধর্ষণকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়। সেই অপকর্মের পক্ষে সাফাই দিয়ে রাজ্যের তথা দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সিপিএম তারপরই হাজির করেছিল তাদের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের ঘরছাড়া হয়ে বাইরে ত্রাণশিবিরে থাকার গল্প-কাহিনী। তারপর এই ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর অজুহাত দিয়েই তারা লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে গেছে পরবর্তী ৯টি মাস ধরে এবং শেষপর্যন্ত রাজ্যের ও বাইরের পেশাদার খুনিবাহিনী দিয়ে বীভৎস আক্রমণ চালিয়ে নন্দীগ্রাম দখল করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

এই ঘরছাড়াদের সংখ্যা কত? সিপিএমের কোনও নেতা বলেছেন, তিন হাজার; কোনও নেতা বলেছেন, দু-হাজার; আবার কোনও নেতা বলেছেন, দেড় হাজার। অবশ্য বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই সংখ্যাটা হাজার হাজার বলতে কেউ দ্বিধা করেননি। তাদের এই তথ্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা— নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি তা বারে বারে দেখিয়েছে। তারা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে, এই ঘরছাড়াদের সংখ্যা কোনমতেই তিনশ'র বেশি নয়। তারা বারে বারে জানিয়েছে, ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণের কুকীর্তিতে যুক্ত ৩২ জন সিপিএম নেতা-কর্মী ছাড়া বাকি সবাই নিশ্চিন্তে এলাকায় ফিরে আসতে পারে, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সিপিএমের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমাগত গুলি-বোমা ছুঁড়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে রাখা এবং অবশেষে নন্দীগ্রাম পুরোপুরি নিজেদের দখলে এনে নন্দীগ্রামের মানুষকে কেমিক্যাল হাব মেনে নিতে বাধ্য করা। নন্দীগ্রামের মানুষ স্বাভাবিক কারণেই তাদের সেই মতলব কার্যকর করতে দেয়নি। যেকোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই চাইবেন, ৩২ খুনি ও ধর্ষণকারীর শাস্তি হোক, ওদের জেলখানার বাইরে থাকার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু সরকার ও সিপিএম তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে খেজুরিতে একটা শরণার্থীশিবির বানিয়ে ঐ সমস্ত ক্রিমিনালদের সাথে বাড়ি ফিরতে চাওয়া তাদের সাধারণ সমর্থকদেরও ফিরতে না দিয়ে ঐ শিবিরে আটকে রাখলো। আর, তাদেরই সঙ্গে নানা জেলা থেকে বাছাই করা ক্রিমিনালদের এনে সেখানে জমায়েত করে প্রচার চালালো — এরাও সব নন্দীগ্রামের ঘরছাড়া। এই মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই তারা তাদের সেই শিবিরে সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলকে ঢুকবার অনুমতি দেয়নি।

দুঃখের ব্যাপার হল, সেই সময় অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্যটি প্রচারে না এনে বরং সিপিএমের মিথ্যা ঘরছাড়া তত্ত্বেরই দিনরাত প্রচার করে গেছে, কোন কোন মাধ্যম সরাসরি অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো, আবার কোন কোন মাধ্যম অতি কৌশলে। সম্পূর্ণ মিথ্যাকে বারবার প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এই পুরনো ফ্যাসিস্ট কৌশল চালিয়ে যেতে কিছু সংবাদমাধ্যম সেসময় সিপিএমকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসাবে এস ইউ সি আই সাংবাদিক সম্মেলন করে নন্দীগ্রামের ৩২ জন সিপিএম খুনি-ধর্ষণকারীর নাম ও পরিচয় পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে এবং সরকারের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিপিএমের সর্বশেষ বয়ান অনুযায়ী দেড় হাজার ঘরছাড়া মানুষের নাম-ধাম প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। বাস্তবে সেই তালিকা প্রকাশ করা সিপিএমের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ এত মানুষ তো সত্যিই বাইরে ছিল না। কিন্তু সেসময় প্রচারমাধ্যমে এই বিষয়টিও জনসমক্ষে তেমন করে তুলে ধরা হয়নি।

ধর্ষণকারীদের কেন জেলে পোরা হচ্ছে না, খেজুরি থেকে আক্রমণ বন্ধের ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না এবং এটা না হলে নন্দীগ্রামে শান্তি ফিরবে কেমন করে— এই অত্যন্ত ন্যায্য ও জরুরি প্রশ্নগুলিকে তিনি সযত্নে চালাকি করে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সংগ্রামকে হেয় করার অপচেষ্টা

নানাভাবে প্রচার চালানো হয়েছে, 'ওসব দু-দলের এলাকা দখলের লড়াই' মাত্র। প্রচার করা হয়েছে, দু-পক্ষই গুলি ছুঁড়ছে, দু-পক্ষের হাতেই অস্ত্র। বাস্তবে কী হয়েছে? শাসকদল পেশাদার ক্রিমিনাল ও খুনিদের নিয়ে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সরকারের পূর্ণ মদতে জনগণকে পিষে মারতে চেয়েছে, আর অন্যদিকে জনগণ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে নিজেদের বাঁচার জন্য যা হাতে পেয়েছে, তাই দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। এই তো নন্দীগ্রামের ইতিহাস। অথচ, আক্রমণকারী খুনেবাহিনী এবং আত্মরক্ষায় রত জনগণ — উভয়কেই অপরাধী ও শান্তিবিনষ্টকারী হিসাবে প্রচার করা হয়েছে।

১১ নভেম্বর একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে পুলিশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মেরে গ্রেপ্তার করছে

মাওবাদীদের গল্প

নন্দীগ্রামে মাওবাদীরা ঘাঁটি গেড়েছে বলে সিপিএম প্রচার করে গিয়েছে। সকলেই জানেন, মাওবাদীরা কখনই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার পথে যায় না। এটা তাদের রাজনীতিই নয়। তারা নন্দীগ্রামে মাসের পর মাস জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েছে — এটা এতটুকু বিশ্বাসযোগ্য কি ? তাছাড়া, সিপিএম-ক্রিমিনালদের ঘাঁটি তেখালিতে গিয়ে মাওবাদীরা ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, অথচ কাউকে ধরা গেল না — এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য ? ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে মানুষের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তা কিন্তু তেখালিতে হয়নি। সিপিএম-ক্রিমিনালদের দেহ ঝলসে গিয়েছিল, যা বোমা বিস্ফোরণে ঘটে থাকে। এতদসত্ত্বেও সিপিএম নেতারা বলে গিয়েছেন, যে যাই বলুক, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস — নন্দীগ্রামে মাওবাদীরা আছে এবং তাদের ধ্বংস করতে তাঁদের অভিযান চলবে। ঠিক এইভাবেই, সন্ত্রাসবাদ দমনের জিগির ও মারণাস্ত্র বানানো হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগ তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুনি বুশ-ও ইরাকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ইরাক দখল করেছে।

নন্দীগ্রাম, ১০ নভেম্বর

সিপিএমের এই প্রচারকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবও উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি তাঁর মত পাল্টে জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামে মাওবাদী ও ল্যাণ্ডমাইনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী সি আর পি এফ-কে সামনে রেখে সিপিএম নন্দীগ্রামে এখন ল্যাণ্ডমাইন আবিষ্কার করছে এবং মাওবাদী খুঁজে পেয়েছে। কারণ, সিপিএমের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের 'ডিল' হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীও এখন সিপিএমের হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও আচমকা জানিয়ে দিয়েছেন যে, নন্দীগ্রামে মাওবাদীরা যে আছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত এবং সেই মাওবাদীদের মোকাবিলায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ও রাজ্যের সিপিএম সরকারের কণ্ঠস্বরে কী চমৎকার মিল! সেজন্য সিপিএম নন্দীগ্রামে শুধু ল্যাণ্ডমাইন খুঁজে পেয়েছে তাই নয়, তারা তিন মাওবাদীও খুঁজে বের করেছে সাগরদ্বীপ থেকে, যেহেতু তাদের বাড়ি নন্দীগ্রামে। তারা নিজেদের মাওবাদী বলে প্রমাণ করতে পকেটে মাওবাদীদের হ্যাণ্ডবিল নিয়ে ঘুরছিল বলেও পুলিশের দাবি। মজার বিষয় হচ্ছে, সিপিএমের এই ফ্যাসিস্ট কৌশল ধরতে আজ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষেরও কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

৮ নভেম্বর নন্দীগ্রামের পথে কাপাসবেড়িয়ায় সিপিএম পুলিশের সামনেই মেধা পাটকার ও দেবপ্রসাদ সরকারের গায়ে হাত তোলে। ওঁরা ঐ স্থানেই অবস্থানে বসে পড়েন। বাঁদিকে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। গ্রামবাসীরা অবস্থানের সমর্থনে জড়ো হন।

দু-দলের লড়াই ?

নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাতে অবিরাম প্রচার চালানো হয়েছে যে, এই লড়াই নাকি তৃণমূল ও সিপিএমের এলাকা দখলের লড়াই; দু'দল মারামারি করছে, আর মরছে সাধারণ মানুষ। বাস্তব কিন্তু তা নয়। কেশপুর-গড়বেতার মতো এখানে দু-দলের ক্রিমিনালবাহিনী এলাকা দখলের লড়াই করেনি। এখানে রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ক্রিমিনালবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থেই লড়েছে নন্দীগ্রামের সংঘবদ্ধ জনগণ। এই জনগণের মধ্যে আছে এস ইউ সি আই, আছে তৃণমূল, আছে কংগ্রেস, আছে জমিয়তে উলেমা, আছে সিপিএম-সিপিআইয়ের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। এখানকার মানুষ তো সিপিএম-সিপিআইয়েরই সমর্থক ছিল। বিধানসভার এমএলএ ফ্রন্টের শরিক সিপিআইয়ের এবং পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি সিপিএমের নিয়ন্ত্রণাধীন। জমি ও বাস্তুভিটে কেড়ে নিতে সরকার উদ্যোগী হলে সমস্ত স্তরের মানুষ দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে রুখে দাঁড়ায়, গড়ে ওঠে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। এই প্রতিরোধ কমিটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। তার একটা ইতিহাস আছে।

বিশেষ দলগত বিষয় ছিল না হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে নন্দীগ্রামকে এনে নন্দীগ্রামবাসীর ওপর বিপুল কর চাপানোর যে ছক কষেছিল সিপিএম, তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই ধূমায়িত হচ্ছিল সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ। তারপর, কেমিক্যাল হাব তৈরির জন্য নন্দীগ্রামকে সালেমদের হতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হতেই, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে ২০০৪ সাল থেকেই এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই কর্মীরা গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে থাকে এবং এলাকায় এলাকায় গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব বোঝাতে থাকে। ২০০৬ সালে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী ও জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি'। গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে তার ১৫টি শাখা কমিটি এবং সেই কমিটিগুলি বিভিন্ন কর্মসূচিও কার্যকর করতে থাকে। এরপর, তৃণমূল সহ অন্যান্য দলও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে এবং গড়ে তোলে বিভিন্ন কমিটি। ২০০৭-এর ৩ জানুয়ারি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নন্দীগ্রাম দখলের নোটিশ জারি করলে গণবিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। পুলিশ সেই বিক্ষোভে গুলি চালায়। এর পরই এস ইউ সি আইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত কমিটিগুলোকে একত্রিত করে গড়ে তোলা হয়

চারের পাতায় দেখুন

ঘরছাড়া তত্ত্ব

ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর প্রচারের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে বলেছেন, নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবে না বলে দেওয়ার পরেও আবার কেন আন্দোলন? শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা কেন? কিন্তু ১৪ মার্চের খুনি ও

সিপিএমের ফ্যাসিস্ট মিথ্যাচার

তিনের পাতার পর

'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। কমিটির পাঁচজন আহ্বায়কের অন্যতম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন এস ইউ সি আইয়ের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড নন্দ পাত্র। এই কমিটির উদ্যোগে এলাকায় এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে শাখা কমিটিগুলি ও তার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। গত ৩ জানুয়ারি থেকে দশ মাসাধিক কাল সর্বপ্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে জনগণের এই কমিটি ও তার স্বেচ্ছাসেবকেরা। এখানে মাওবাদীদের কোন অস্তিত্ব নেই, এখানকার লড়াইয়ে কোন বিশেষ দলগত বিষয়ও নেই।

মুখে শান্তির বুলি

মুখে 'শান্তি চাই' প্রচার চালিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতৃত্ব যে তলে তলে গভীর ষড়যন্ত্রের ছক কষছিলেন— কোন কোন সংবাদমাধ্যমে তার প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বেরিয়ে গিয়েছে। একটা সরকার ক্ষমতায় বসে থেকে নিজেই আইনকে দু-পায়ে মাড়াচ্ছে এবং ভাড়া করা ক্রিমিনালদের লেলিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর— ঠিক যেমনটি গুজরাটে করেছিল বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্রিমিনাল বাহিনীর হাতের ইনসাস ও অটোমেটিক রাইফেল থেকে ক্রমাগত গুলিবৃষ্টি চলছে, মানুষ পিছু হটে যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের সামনে সাধারণ মানুষ কি পিছু না হটে পারে!

অবশেষে সিপিএম ঘাতকবাহিনী ১০ নভেম্বর ঘটালো নারকীয় বীভৎসতা, স্বাধীন ভারতবর্ষে যা নজিরবিহীন। ৩০ থেকে ৪০ হাজার সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ যখন শান্তিমিছিলে হাঁটছিল, তখন ঘাতকবাহিনী সেই মিছিলের ওপরই নির্বিচার গুলি চালায়। নিহত-আহতে ভরে যায় চতুর্দিক। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি ঘাতকেরা। নিহত-আহত দেহগুলোকে টেনে নিয়ে গেছে খেজুরিতে। আহতদের সিপিএম পার্টি অফিসে নিয়ে চরম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যেমন, সেখানে আদিত্য বেরার মুখ ও বুক গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে তারপর তাঁর মাথা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম সংগঠক খোকন শীটের বাবা কানাই শীট, সোনাচূড়ার বিমল মণ্ডল, জগন্নাথ বেরা ও তাঁর স্ত্রীকে চরম অত্যাচারের পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নন্দীগ্রামে সব মিলিয়ে কত খুন হয়েছে—এই মুহূর্তে তার সংখ্যা বলা অসম্ভব।

নন্দীগ্রাম, ১০ নভেম্বর

সংখ্যাটি কয়েকশও হতে পারে। বহু মৃতদেহ এ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য যানবাহনে করে বিভিন্ন দিকে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। এগরায় ক্রিমিনাল তপন ও সুকুর তিনজন আহতকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় খেজুরির জননী ইটভাটায়। এই ইটভাটা থেকেই গত ১৬ মার্চ সিবিআই অস্ত্র সহ ১০ সিপিএম ক্রিমিনালকে গ্রেপ্তার করেছিল। রাতের মধ্যেই ইটভাটার চুল্লিতে পোড়ানো হয় মৃতদেহ। চতুর্দিক অবরুদ্ধ, কেউ দেখার নেই, কেউ বাধা দেওয়ার নেই।

নন্দীগ্রাম যা সৃষ্টি করে গেল, সিপিএম তাকে ঠেকাবে কী করে

জনগণের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ভেঙে সরকারি মদতপুষ্ট ক্রিমিনালবাহিনী অবশেষে নন্দীগ্রামের দখল নিয়েছে— এ কথা আজ সবার জানা। কিন্তু নন্দীগ্রামের সংগ্রাম যা সৃষ্টি করে গেল, সিপিএম, তার ক্রিমিনালবাহিনী ও তার সরকারের সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করে! প্রথমত, নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ভীতত্রস্ত রাজ্যবাসীর সামনে পথ খুলে দিয়েছে, তাদের সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। তারই অনুপ্রেরণায় রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে জনগণের লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন, যা এক বছর আগেও কল্পনা করা যেত না। রিজওয়ানুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী গণবিক্ষোভের পিছনেও নন্দীগ্রামের সংগ্রামের অবদান। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সেজ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যে রাজ্যে; সেগুলিতেও প্রবল গণবিক্ষোভ হয়েছে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং সরকারগুলিও কৃষকের জমি অধিগ্রহণের থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার তাদের দেশব্যাপী 'সেজ' গড়ে তোলার কর্মসূচি স্থগিত রেখেছে। শুধু কী তাই? নন্দীগ্রামের লড়াই দেশের মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ভোটে সরকারের অদল-বদল নিয়ে তাদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কারণ, তারা জানে, তাদেরই কোনও না কোনও বিশ্বস্ত সেবক ক্ষমতায় বসবে। কিন্তু জনগণের জাগরণ, শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, এলাকায় এলাকায় দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের গণকমিটি গড়ে ওঠা, আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়িত্ব, ক্রমাগত বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে আসা — শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে দুশ্চিন্তার বিষয়, এবং আতঙ্কের বিষয়ও। ফলে, নন্দীগ্রামের গণপ্রতিরোধ ধ্বংস হোক — এ তারা মনেপ্রাণে চেয়েছে এবং যে সিপিএম সরকার সেটা ধ্বংস করেছে তাদের দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। সিপিএমও শাসক মালিকশ্রেণীর আরও কত বেশি আস্থাভাজন হওয়া যায়, তার জন্য চরম ফ্যাসিস্ট ভূমিকা গ্রহণেও পিছপা হয়নি। সেজন্য কিছু প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমের মালিকশ্রেণী নানাভাবে দেখাতে চেয়েছে — নন্দীগ্রামের আন্দোলন শেষ, প্রতিরোধ চূর্ণ, সিপিএম বিজয়ী। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় সিপিএমের ঘাতকবাহিনীর নৃশংসতার খবর যখন বেরিয়ে গেল, অসংখ্য মানুষ নিহত-আহত, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের বন্যা বয়ে গেল, বহু ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, রাজ্যের জনগণের মধ্যে যখন সিপিএম সরকারবিরোধী ক্রোধ ও ঘৃণার জোয়ার বইছে, প্রতিবাদে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা পথে নেমেছেন, তখন দু-একটা পেটোয়া সংবাদমাধ্যম বাদে সমস্ত সংবাদমাধ্যমই তার বিরুদ্ধতায় বাধ্য হয়।

নন্দীগ্রাম, ১০ নভেম্বর

সিপিএমের ফ্যাসিস্ট চেহারা দেখে এস ইউ সি আই বিস্মিত নয়

সর্বপ্রকার আইনকানুনকে দু-পায়ে দলে-পিষে সরকারি ক্ষমতার চরম অপব্যবহার ঘটিয়ে সিপিএমের এই বর্বর আক্রমণ দেখে অনেকেই আজ বিস্মিত। কিন্তু আমরা বিস্মিত নই। আমরা রাজ্যে একটার পর একটা গণআন্দোলন গড়ে তোলার সময় প্রত্যেকবারই সিপিএম ও সরকারের এমনই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সম্মুখীন হই। রাজ্যবাসী জানেন, এ রাজ্যে এস ইউ সি আইয়ের আন্দোলনে কীভাবে নির্মম পুলিশি অত্যাচার চলে, কীভাবে মহিলা-কর্মীদের প্রকাশ্য দিবালোকে বিবস্ত্র করে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, গুলি করে কীভাবে আন্দোলনকারীদের হত্যা করা হয়, এবং কীভাবে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর 'পুলিশ খুনের চেষ্টা'র মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে জেলে পাঠানোর ঘটনাবলী ঘটে। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেই এস ইউ সি আইয়ের প্রায় দেড়শ' জনকে ভাড়া করা ঘাতক দিয়ে হত্যা করানো হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত। তাই এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা সিপিএমের এই চরিত্র দেখে বিস্মিত হচ্ছে না। তারা জানে, এটাই সিপিএমের অনিবার্য পরিণতি এবং মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর আরও বেশি বেশি সেবা করে তাদের আরও খুশি করবার জন্য সিপিএমকে আরও নিচে নামতে হবে।

খুনি-ডাকাত ও তাদের চালকরা নয়, শেষ কথা বলবে সাধারণ মানুষ

নন্দীগ্রামের ওপর সিপিএমের বর্বরতার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর বুক থেকে ঘৃণা ঠিকরে বেরুচ্ছে। ১২ নভেম্বরের হরতালে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সারা বাংলা। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে পথে নেমেছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই গত ৩০ বছর যাবত সিপিএমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে সিপিএম নেতারা উল্লসিত, সিপিএম

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিলচরে ক্ষুদিরাম মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন ভাস্কর তাপস দত্ত

দীর্ঘ দশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল গত ৯ অক্টোবর। শিলচর ডাকবাংলোর মোড়ে এ-দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে শহিদ ক্ষুদিরামের ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ভাস্কর তাপস দত্ত। কেবলমাত্র জনগণের দান এবং আর্থিক সহায়তায় ও ক্ষুদিরাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির নিরন্তর প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরামের ওই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোটা শিলচর শহরে এমন কোনও পরিবার বাকি থাকেনি, যাঁরা আর্থিক সাহায্য করেননি। কমিটির তহবিলে অনেকে দু-তিনবার পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আরও কিছু কারণে নির্ধারিত সময়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও জনগণের মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। বরং গভীর আগ্রহে প্রতিদিন খোঁজ নিয়েছেন কাজকর্মের অগ্রগতি কতদূর হল। প্রয়োজনে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবে শহরের ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই ৯ অক্টোবর মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান কেবলমাত্র কমিটির অনুষ্ঠান থাকেনি। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে এক অনন্য মাত্রা এনে দেয়।

জেলার প্রায় ত্রিশটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ঐদিন সুসজ্জিত ট্যাবলো সহকারে শহর পরিক্রমা করে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এসে জমায়েত হয়। শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরাও মিছিলে পা মেলান। সকাল এগারোটায় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ভাস্কর তাপস দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি অধ্যাপিকা অনুরূপা বিশ্বাস। অনুষ্ঠান মঞ্চের উল্টোদিকে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাণী ও ছবি সম্বলিত এক উদ্ধৃতি প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি অধ্যাপক বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য। স্মরণিকা উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ও. চূড়ামণি সিং।

ভাস্কর তাপস দত্তের লিখিত ভাষণ পড়ে শোনান শামদেও কুর্মী। তাপস দত্ত তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, ক্ষুদিরাম এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপটে ভেসে আসে আমাদের দেশের সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাসের অধ্যায়টি। মনে পড়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের কথা। আজকের দিনের সর্বাত্মক অন্ধকারের মাঝেও তাঁদের নাম আশার আলোয় আমাদের অবসন্ন মৃতপ্রায় মনুষ্যত্বকে বাঁচার পথ দেখায়। এঁদের জীবনগাথা আজও নিমেষের মধ্যে সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা যোগায়। তাই কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রকে মূর্তিতে রূপ দিতে গেলে তিনটি মূল বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয়। তা হল, ঐতিহাসিক চরিত্রটির অভ্যুত্থান, সেই যুগের পটভূমি এবং তার যুগবৈশিষ্ট্যকেঅনুধাবন করা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিটির চরিত্র সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তৃতীয়ত, ঐ ঐতিহাসিক চরিত্রটি সম্পর্কে, বিশেষ করে ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবীদের প্রতি অগণিত মানুষের যে শ্রদ্ধা আবেগ মমতা রয়েছে তাতে আঁচড় কাটতে পারা। শুধু ঘটনা জানলে এবং কারুকার্যের দিক থেকে দক্ষ হলে এ-ধরনের মনুমেন্ট গড়া সম্ভব নয়। মনুমেন্ট মানে আকারে বিশাল নয়, সৌন্দর্য বৈভবের সাথে ভেতর থেকে মূর্তির মধ্যে একটা বিশালত্বের ধারণা সৃষ্টি করা।

ভাস্কর তাপস দত্ত বলেন, ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের শতবর্ষ পরেও তাঁদের আকাঙ্খিত মুক্তি অর্জিত হয়নি। একথা ঠিক, রাজনৈতিক ভাবে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু গণমুক্তি আজও বহু দূরে। দেশের অবস্থা ভয়াবহ। জীবনের নিরাপত্তা নেই। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের নীরব মৃত্যু ঘটে চলেছে অবিরত। এক দিকে বৈভবের পাহাড়, অপর দিকে হাহাকার। যারা ক্ষমতা দখল করেছে, তারা উন্নয়নের চকচকে ভাব নিয়ে হাজির। তারই নাম নিয়ে চলছে জমি থেকে, বাস্তু থেকে, ঝুপড়ি থেকে উচ্ছেদ। আসলে উচ্ছেদ চলছে জীবন থেকে। মানসিক জগতেও মনুষ্যত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মমতা, ভালবাসা সবই যেন অন্তর্হিত। আসলে তা আদর্শবোধের অভাবের জন্য ঘটে চলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলির আদর্শবোধ থেকে তার নির্যাস নিয়ে আজ সমাজে নতুন দিনের আদর্শবোধ নতুন জীবনবোধ গড়ে তুলতে হবে। এটাই যুগের প্রয়োজন। তাই ক্ষুদিরামকে স্মরণ করা তো সে যুগের উন্নত আদর্শকে স্মরণ করে তার থেকে এ-কালের উপযোগী শিক্ষা নেওয়ার জন্য।

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কল্যাণ চৌধুরি। অধ্যাপক চৌধুরি বলেন, এই চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে শহিদ ক্ষুদিরামের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক মহান প্রয়াস। নতুন প্রজন্মকে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ার প্রেরণা যোগাবে এই মূর্তি। আজ ক্ষমতায় যারা আসীন, তারা ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবীদের বিসর্জন দিতে চায়। কারণ, ক্ষুদিরামদের বুঝলে ছাত্র-যুবকরা অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসবে। তাতে সমস্যায় পড়ে যাবে শাসকশ্রেণী। তাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকরা ক্ষুদিরামকে দেশপ্রেমিক বলে স্বীকার করতে চায় না। তবে মানুষ ক্ষুদিরামকে ভুলবে না। ক্ষুদিরামের মূর্তি ও ছবি মানুষকে তাঁর সংগ্রামের ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেবে। এটা আজ খুবই প্রয়োজন।

১২ নভেম্বর রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর প্রতিবাদ, ধিক্কার

উপরে দিল্লি, নীচে ওড়িশা

উপরে হরিয়ানা, নীচে বিহার

উপরে আসাম, নীচে কেরালা

কেন নন্দীগ্রামের উপর সিপিএমের এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ?

নন্দীগ্রামের বীর জনগণ গত একবছর ধরে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে সিপিএমের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ঘুম কেড়ে নিয়েছে এদেশের অন্য সরকারি দলগুলির এবং পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদীদেরও। সিপিএম দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের কথা দিয়েছিল — তাদের শাসনে এরাজ্যে কোনও গণআন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম হতে দেবে না, মালিকশ্রেণী 'শান্তিতে' শোষণ চালাতে পারবে, তারা অবাধে কলকারখানা বন্ধ ও ছাঁটাই করতে পারবে, কৃষিজমি ধ্বংস করে এসইজেড ও অন্যান্য লুণ্ঠনের স্কীম চালু করতে পারবে, কৃষি বিপনন ও খুচরো ব্যবসা গ্রাস করতে সক্ষম হবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাণিজ্যিক লুণ্ঠনক্ষেত্র করতে পারবে। ফলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরাও তুষ্ট হয়ে সিপিএমকে অঢেল টাকা দিয়ে বারবার সরকারি গদিতে বসাচ্ছে। তারা খুশিতে গদগদ হয়ে সিপিএমকে বাহবা দিচ্ছে, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ভারতের 'যোগ্যতম' বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের দপ্তরে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা, একচেটিয়া পুঁজিপতি-মাল্টিন্যাশনালরা ঘনঘন 'সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার' করছে। এমনকী ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধা নিধনের অন্যতম জল্লাদ ঝানু সাম্রাজ্যবাদী কিসিংগার সম্প্রতি এসে সিপিএম শাসন দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছে যে, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কমিউনিজম ধ্বংসকারী পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের হোতা দেং সিয়াও পিং-এর সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে। কারণ ইনিও এ রাজ্যের বামপন্থা ও গণআন্দোলনকে ধ্বংস করতে খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক গণআন্দোলন সেখানে সালেম গোষ্ঠীর কেমিক্যাল হাবের এসইজেড-এর স্কীম বাতিল করতে বাধ্য করিয়ে, রক্তাক্ত ১৪ মার্চের খুনি পুলিশবাহিনী-সিপিএম ক্রিমিনালদের গত আটমাস নন্দীগ্রামে ঢোকা আটকে দিয়ে গণআন্দোলনের সাফল্যের এক অসাধারণ নজীর স্থাপন করেছেন। ফলে নন্দীগ্রামের এই লড়াই এরাজ্যের ও সমগ্র দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের কাছে সংগ্রামী প্রেরণার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লড়াইয়ের শিক্ষাকে স্মরণ করেই এরাজ্যে ও ভারতের অন্যত্র যেখানেই সরকার কৃষিজমি দখল করতে যাচ্ছে, সেখানেই তীব্র সংগ্রাম গড়ে উঠছে। এরাজ্যে যে গ্রামে গ্রামে রেশনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ঝড় বয়ে চলেছে, রিজওয়ানুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে, তারও প্রেরণার উৎস কিন্তু নন্দীগ্রামের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। ফলে শোষকশ্রেণী আতঙ্কিত, ক্ষিপ্ত এরাজ্যের শাসক সিপিএম নেতৃত্ব। যেভাবেই হোক, যত নগ্ন অত্যাচার করেই হোক, নন্দীগ্রামকে শায়েস্তা করতে হবে, ধ্বংস করতে হবে ওখানকার প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাই এই নৃশংস আক্রমণ। মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে বলেছেন, 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়'। এই হিংস্র উক্তি দিল্লীতে শিখ দাঙ্গার সময়, রাজীব গান্ধীর 'বড় গাছ পড়ে গেলে ভূকম্পন হয়' এবং গুজরাট দাঙ্গার সময় নরেন্দ্র মোদির 'প্রত্যেক ক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া থাকে', এই উক্তিগুলির সাথে তুলনীয় হয়ে থাকবে।

সিপিএমের মিথ্যাচার

চারের পাতার পর

রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন্দন প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র উৎসবে 'সংস্কৃতি' চর্চা করছেন। ন্যূনতম মনুষ্যত্ব, বিবেক, মানবিকতার বালাই নেই। কী চমৎকার চিত্র আমাদের রাজ্যের! ইরাকে বন্দুকের জোরে জনগণের রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে দখলদারি কায়েমের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুনি বুশও ঠিক এমন করে বলেছিলেন, আজ কী আনন্দের দিন! ইরাকে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু বুশ শেষ কথা বলতে পারেনি, শেষ কথা বলছে ইরাকের সংগ্রামী জনগণ। তারা প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইরাকের বুকে থাকা মার্কিন ও তাদের সহযোগী সমগ্র বোম্বেটে বাহিনীর জীবনকে বাস্তবিক অর্থেই ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। ইরাকি জনগণের মারের সামনে বোম্বেটে বাহিনীর ত্রাহি ত্রাহি দশা। তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। নন্দীগ্রামের জনগণও এই খুনিদের ছেড়ে কথা বলবে না এবং সংগ্রামের যে বার্তা নন্দীগ্রাম রাজ্যময় ছড়িয়ে দিয়েছে জনগণের অন্তরে অন্তরে, সেই সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবে এ রাজ্যের ফ্যাসিস্টদের।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৬০ বর্ষ ১২ সংখ্যায় 'পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান' শীর্ষক সংবাদে প্রয়াত কমরেড দীপক ব্যানার্জীর মৃত্যুদিন ভ্রমবশত ২২ অক্টোবরের পরিবর্তে ২২ সেপ্টেম্বর ছাপা হয়েছে। এই অনবধানতাজনিত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক, গণদাবী

১০ নভেম্বর কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এস ইউ সি আই-এর প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলের সামনে রয়েছেন কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড মানিক মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নন্দীগ্রাম ঃ এলাকা দখলের ছক ছিল পূর্বপরিকল্পিত

নন্দীগ্রামে এলাকা দখলের জন্য সিপিএমের পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ৯ নভেম্বরের 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। গত ৬ তারিখ মঙ্গলবার ভোর থেকে সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী এলাকা দখলের যে নৃশংস অভিযান চালায় তার ছক কষা হয়েছিল ঘটনার কয়েক দিন আগেই।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এক পুলিশ অফিসারকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে, খেজুরি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিমাংশু দাসের নেতৃত্বে সিপিএমের একদল লোক খেজুরির জননী ইটভাটায় প্রকাশ্যে একটি মিটিং করে গত ১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার।

১৪ মার্চের পুলিশের গণহত্যা ও গণধর্ষণের পর এই জননী ইটভাটা থেকেই সিবিআই ১০ জন সিপিএম সমর্থককে গ্রেপ্তার ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছিল। ঐ পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, প্রায় শ'খানেক সিপিএম কর্মীকে নিয়ে ভোর পর্যন্ত মিটিং চলে এবং সেখানেই নন্দীগ্রাম দখলের পরিকল্পনা ছকে ফেলা হয়; 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান বদলে নতুন স্লোগান তৈরি হয় — 'হয় মারো, নয় মরো'।

পুলিশ অফিসার আরও জানিয়েছেন, সিপিএমের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং 'অপারেশন'-এর জন্য আরও অস্ত্র প্রয়োজন বলে দাবি করে; তারা আরও লোক জড়ো করার কথাও বলে।

এরপর কোন্ জায়গা থেকে 'অপারেশন' শুরু করা হবে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। কেউ কেউ খেজুরি থেকে অভিযান শুরু করার পরামর্শ দেয়, কিন্তু কাছাকাছি এলাকায় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শক্তির কথা বিবেচনা করে এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। নন্দীগ্রাম-২-এর সাতেঙ্গাবাড়ি এবং রানিচক, যেখানে সিপিএম কিছুটা শক্তিশালী, সেখান থেকে আক্রমণ শুরু করা হবে বলে ঠিক হয়। বাহারগঞ্জ থেকে সিপিএম বাহিনী তালপাটি খাল পার হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। রানিচকে ধানগাছের আড়াল থাকায় তারা এই সিদ্ধান্ত করে। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, ফাঁকা মাঠ থাকায় ভাঙাবেড়া কিংবা তেখালি থেকে তালপাটি খাল পার হওয়া সিপিএমের পক্ষে বিপজ্জনক হতো।

জননী ইটভাটার ঐ মিটিংয়ে ঠিক হয়, সিপিএম বাহিনী প্রথমে খেজুরি থেকে গুলি চালানো শুরু করবে যাতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মানুষের মনোযোগ সেই দিকে চলে যায়। সেই সুযোগে ক্রিমিনালরা অন্য জায়গা দিয়ে নন্দীগ্রামে ঢুকবে। এই কারণেই স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায় তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, খেজুরির দিক থেকেই প্রথম গুলি চলেছে।

শুক্রবার ২ নভেম্বর সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরে খবর যায়। সেখান থেকে মোটর সাইকেলে দুষ্কৃতিবাহিনী রাতের দিকে খেজুরি পৌঁছায়। অন্য এক পুলিশ অফিসার জানান, গড়বেতা-কেশপুর সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৪০০ সশস্ত্র ক্রিমিনাল শনিবার ৩ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকায় আসতে থাকে। পুরুলিয়ার দিক থেকে দুটি ম্যাটাডোর ভ্যানে অস্ত্রশস্ত্র আনা হয় এবং জননী ইটভাটায় জড়ো করা হয়।

শনি ও রবিবার রাতে সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে সাতেঙ্গাবাড়ি ও বাহারগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হিমাংশু দাসের নেতৃত্বে পার্টি নেতারা চূড়ান্ত বৈঠকটি সারেন বাহারগঞ্জে সিপিএম-এর ক্যাম্পে, রবিবার ৪ নভেম্বর রাতে। সি আর পি এফ এসে পৌঁছবার আগেই নন্দীগ্রামের এলাকা দখলের কাজ যতটা সম্ভব শেষ করে আনতে হবে — বাহিনীকে নেতারা এই নির্দেশ দেন।

স্থানীয় এক সিপিএম নেতা জানিয়েছেন, সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীর লোকজনকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, পার্টি তাদের পুরস্কৃত করবে এবং তাদের কিছু হয়ে গেলে পরিবার-পরিজনকে দলের পক্ষ থেকে দেখাশোনা করা হবে।

সিপিএমের স্থানীয় নেতারা খেজুরি থানায় যান এবং 'অপারেশন' শুরু হলে পুলিশ যাতে কোনও ব্যবস্থা না নেয় সেই নির্দেশ দিয়ে আসেন। এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, 'আমাদের যেমন বলা হয়েছে, আমরা সেভাবেই কাজ করেছি। কলকাতায় পার্টি নেতাদেরও সমস্ত পরিকল্পনা জানানো হয়েছে'।

এরপর ৫ নভেম্বর সোমবার মাঝরাত থেকে সাতেঙ্গাবাড়ি, রানিচক ও বাহারগঞ্জের দিক থেকে বহুমুখী আক্রমণ চালায় সিপিএম হার্মাদবাহিনী। এক পুলিশ অফিসার জানান, সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি দল, যেগুলির প্রতিটিতে ছিল ২০০ জন করে ক্রিমিনাল — এই আক্রমণ চালায়।

নন্দীগ্রামে এলাকা দখলের জন্য সেখানকার সিপিএম নেতারা বিভিন্ন এলাকা থেকে কীভাবে ক্রিনিালদের জড়ো করেছিল, তার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ১২ নভেম্বরের 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায়। বলা হয়েছে — অপারেশনের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা জোনাল কমিটি থেকে ক্রিমিনাল জোগাড় করা হয়েছিল। চন্দ্রকোণা কমিটি দুষ্কৃতীদের তিনটি বাহিনী পাঠিয়েছিল আঙ্গুয়া, কুয়াপুর এবং বিশ্বনাথপুর থেকে। গড়বেতা শাখা ফুলবেড়িয়া, উত্তরবিল ও কাদড়া থেকে ক্রিমিনাল বাছাই করে পাঠিয়েছিল। বাহিনীগুলিতে যে সব স্থানীয় ক্রিমিনালদের নেওয়া হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত। নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ি থেকেও দুষ্কৃতীরা এসেছিল।

সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দা, রাজপুর ও তালডাংরা থেকেও প্রায় ২৫০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে আনা হয়েছিল। এদের অগ্রিম হিসাবে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল, আর দেওয়া হয়েছিল লুটপাটের অবাধ অধিকার। বাঁকুড়ার কিছু ক্রিমিনাল এসেছিল মোটর সাইকেলে, বাকিরা ট্রেনপথে এবং সড়কপথে। এ'সব ক্রিমিনালদের বেশিরভাগই অস্ত্র বেচাকেনা চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এরাই এলাকা দখলের জন্য অস্ত্রের জোগান দিয়েছে। পুরুলিয়া জেলা থেকেও নন্দীগ্রাম দখলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছে।

পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছে যে, নন্দীগ্রামের এলাকা দখলে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা, ক্রিমিনালদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করা — এসবের জন্য অর্থ জুগিয়েছে বর্ধমানের কয়লা মাফিয়ারা।

নৃশংসতম গণহত্যার পর সিপিএম নেতারা যতই 'ঘরছাড়া'দের এলাকায় ফেরার গল্প শোনাক, আসলে এলাকা দখলের কাজ যে করে দিয়েছে সিপিএমের বহিরাগত ক্রিমিনালরাই, ছোট আঙারিয়া খ্যাত তপন ঘোষ ও শুকুর আলির ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনায় সে কথা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, এলাকা দখলের গোটা ষড়যন্ত্রটাই যে মুখ্যমন্ত্রী তথা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তাব্যক্তিদের মস্তিষ্কপ্রসূত, অপারেশনের আগে নন্দীগ্রাম থেকে একে একে পুলিশ ক্যাম্পগুলি সরিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ ব্যাপারে ৯ নভেম্বরের বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে — " ...খুব সন্তর্পণে কয়েক দিন ধরেই রাইটার্সের কর্তাদের নির্দেশে জেলা প্রশাসন নন্দীগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বেশ কিছু ক্যাম্প থেকে পুলিশ তুলে নিচ্ছে। এলাকার চারটি ক্যাম্প-ফাঁড়ি থেকে ৫ তারিখের আগেই পুলিশ তুলে আনা হয়েছে। ৬ তারিখ হার্মাদ অভিযানের দিন রাতেও আরও দুটি ক্যাম্প ফাঁকা করে দেওয়া হয়। .. বামফ্রন্টের বৈঠকে শরিক দলের কয়েকজন নেতা মুখ্যমন্ত্রীকে চেপে ধরেছিলেন। তাদের প্রশ্ন ছিল, এভাবে কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক ক্যাম্প ও ফাঁড়ি তুলে দিয়ে গোটা এলাকা পুলিশশূন্য করে দেওয়া হয়েছিল কার নির্দেশে? বলা বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। ... জানা গেল... মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রসচিবের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে মুখ্যসচিবকে দিয়ে পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেলকে ডেকে এই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ডাইরেক্টর জেনারেল মুখ্যসচিবের এই নির্দেশ গোটা তল্লাটের আই জি এবং ডি আই জি-কে জানিয়ে দেন। তাঁরা আবার বড়কর্তাদের এই নির্দেশের কথা জেলার স্বনামধন্য নতুন পুলিশ সুপার সত্যশংকর পাণ্ডাকে রিলে করে দেন। সত্যশংকর পাণ্ডা অবশ্য আগে থেকেই এইজন্য প্রস্তুত ছিলেন বলে তাঁর অধস্তন পুলিশ অফিসাররা জানাচ্ছেন। তাঁরা সবাই

সিপিএমের 'সূর্যোদয়বাহিনী'

জানতেন, কেশপুর-গড়বেতা খ্যাত এই অফিসারকে নন্দীগ্রামে নিয়ে আসা হয়েছেই সিপিএমের একটা বড় নারকীয় অভিযান চালানোর জন্য। সত্যশংকরবাবু একবার উপরমহলের ঐ নির্দেশের কথা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বীকারও করে ফেলেছিলেন। জানা গিয়েছে, এই নির্দেশ মতোই পুজোর নবমীর দিন থেকেই গিরিবাজার, রানিচক, কমলপুর এবং টাকাপুরা থেকে চারটি পুলিশ ক্যাম্প তুলে দেওয়া হয়। ফলে, নন্দীগ্রাম-২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা পুলিশশূন্য হয়ে পড়ে। ... ৬ তারিখ ভোর থেকে ... হার্মাদবাহিনীর অভিযান পুরোদমে শুরু হওয়ার পরই তেখালি এবং গোকুলনগর পুলিশ ক্যাম্পও বন্ধ করে রাখা হয়।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেল, সব মিলিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে মহামান্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ২৫০ পুলিশকে তুলে আনা হয়েছিল। জেলার নিচুতলার কয়েকজন অফিসার অবশ্য এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জেলা সুপার এবং তাঁর কাছাকাছি পদের কর্তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এইরকম অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কেন? তাঁরা জানিয়েছিলেন, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে যা নির্দেশ এসেছে, সেইরকম ভাবে আমরা কাজ করতে বাধ্য।"

অসম যুদ্ধে হেরে গেলেন প্রাক্তন ফৌজি

নন্দীগ্রাম, ১৩ নভেম্বর — মেজর আদিত্য বেরা একসময় যুদ্ধে গেছেন। যুদ্ধও করেছেন। তখন তাঁর হাতে থাকত ইনসাস। শনিবার তাঁর হাতে কিছু ছিল না। গোকুলনগরের এই মেজরসাহেব তাঁর আরও হাজারো প্রতিবেশীর সঙ্গে গিয়েছিলেন মিছিলে। হঠাৎ গুলির শব্দ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত এই সেনা অফিসারের হাতে জবাব দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তাই বেঘোরে গুলি খেতে হল তাঁকে। গুলি লেগেছিল তাঁর পায়ে। অভিযোগ, আহত অবস্থায় তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় খেজুরির সিপিএমের একটি পার্টি অফিসে। সেখানে তাঁকে বেঁধে রেখে 'তথ্য জানার জন্য জেরা চালায়' সিপিএম সমর্থকরা। শেষে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তাঁর মুখ ও বুক গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। শেষে মাথা কেটে আলাদা করে দেওয়া হয় তাঁর।

শুধু আদিত্যবাবুকেই নয়, এভাবে নিজেদের ডেরায় টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে আরও অনেককে। জানা গেছে, এঁদের মধ্যে রয়েছে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতা খোকন শিটের বাবা কানাই শিটও। শনিবার সোনাচূড়ার দিক থেকে আসা মিছিলে ছিলেন তিনি। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করার পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সোনাচূড়ার বিমল মণ্ডলের গায়েও গুলি লেগেছিল। অভিযোগ, তাঁকেও পরে মেরে ফেলা হয়। গাংরাচরের এক তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়েও খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সোনাচূড়ার জগন্নাথ বেরা ও তাঁর স্ত্রীকেও আহত অবস্থায় অপহরণ করার পর তাঁদের গুলি করে মারা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এঁদের আত্মীয়রা খোঁজ চালিয়েছেন অপহৃতদের ক্যাম্পে, আশ্রয়হারাদের ক্যাম্পেও। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলার হাসপাতাল থেকে শুরু করে কলকাতার হাসপাতালও এঁদের মতো আরও অনেকজনের খোঁজ এখনও দিতে পারেনি। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অভিযোগ, প্রায় শ'দেড়েক মানুষকে মেরে ফেলেছে সিপিএম। মঙ্গলবারও মারিচদা থানা এলাকার রসুলপুর খালে তিনটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। দু'টি জোয়ারে ভেসে যায়। একটি উদ্ধার করেন সিপিআইয়ের পঞ্চায়েত প্রধান হংসপদ জানা। পরিচয়হীন দেহটির গায়ে, মাথায় আঘাতের দাগ। সন্দেহ, পিটিয়ে মারা হয়েছে এই ব্যক্তিকে।

সোনাচূড়া, গাংরা, সাউদখালি, কালীচরণপুর, গড়চক্রবেড়িয়া, ভূতারমোড়, অধিকারীপাড়া, গাড়ুপাড়া, মালপাড়া, বিজলিপাড়াসহ নন্দীগ্রামের ৩৭টি মৌজার কয়েক হাজার মানুষ নিখোঁজ ও ঘরছাড়া মানুষের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অভিযোগ, প্রায় ৩৭ হাজার মানুষ পালিয়েছে। অপহরণ করা হয়েছে ছ'শোর ওপর। পুলিশের মতে, ৩৯৩ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। খবর, শনিবারই ১৫টি দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে পাচার করা হয়। কিন্তু এগরার তপন, সুকুররা ধরা পড়ে যাওয়ার পর জেলার সিপিএম নেতারা সিদ্ধান্ত নেন, লাশ বাইরে পাচার করা হবে না। অভিযোগ শ'খানেকের ওপর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় খেজুরির জননী ইটভাটায়। এখান থেকেই ১৬ মার্চ সিবিআই অস্ত্রশহ ১০ সিপিএম সমর্থককে ধরেছিল। শনিবার গভীর রাতের মধ্যেই ইটভাটার চুল্লিতে পোড়ানো হয় প্রত্যেকটি মৃতদেহ। তাঁদের পরিজনরা যাতে খবর পেয়ে নন্দীগ্রামের দিক থেকে এসে ইটভাটা আক্রমণ করতে না পারেন, তারজন্য তেখালির দিক থেকে সারারাত গুলি চালানো হয়।

(দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ১৪-১১-২০০৭)

ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

একের পাতার পর

এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোনও নৈতিক অধিকার নেই। অবিলম্বে তার পদত্যাগ করা উচিত। আমরা রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, সিপিএমের এই ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলমতনির্বিশেষে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গতকাল ১২ নভেম্বর তাদের ২৭ জন নিহতের যে তালিকা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ঐ তালিকার মধ্যে অন্তত ৯ জন আছেন যারা নন্দীগ্রামের অধিবাসী নন, বহিরাগত। ৩ জন সিপিএমের খেজুরি ক্যাম্পে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা গেছে। এই ৩ জনের একজন মৃত্যুর আগে তমলুক হাসপাতালে সংবাদমাধ্যমকে একথা নিজেই জানিয়েছিল। এছাড়া এবার আক্রমণের সময় খেজুরিতে ব্যাগে বোমা ভরতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা গেছে তাদের আরও বহিরাগত হানাদার বাহিনী — যাকে সিপিএম নেতৃত্ব মাইন ব্লাস্ট হিসাবে চালাতে চেয়েছে এবং এই নিহতদের সংখ্যা এবং নাম সিপিএম নেতৃত্ব কোনদিনই প্রকাশ করতে পারবে না।

নন্দীগ্রামে মাওবাদীরা বাঙ্কার গড়ে তুলেছে বলে সিপিএম যে প্রচার করছে, সে প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, একথা সত্য নয়। জনগণকে যুক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা মাওবাদীদের রাজনৈতিক লাইন নয়। সশস্ত্র আক্রমণের অজুহাত তৈরি করতেই সিপিএম এই পরিকল্পিত মিথ্যাচার করছে।

নন্দীগ্রামে সিপিএম ঠিক কতজনকে খুন করেছে — সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে প্রভাস ঘোষ বলেন, সে হিসাব পেতে সময় লাগবে। কারণ বহু লাশ তারা গায়েব করে দিয়েছে, পাচার করে দিয়েছে। তিনজনকে অর্ধমৃত অবস্থায় সরিয়ে দিতে গিয়ে পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে গেছে সিপিএমের তপন ঘোষ ও সুকুর আলির নেতৃত্বে এক হার্মাদ বাহিনী। ফলে, কোন্ বাড়ি থেকে কে নিখোঁজ হয়েছে তা তাদের বাড়ির লোকজনও বলতে পারছে না, তারাও খুঁজে পাচ্ছে না। আবার একটা ভয়ঙ্কর গণহত্যা সংগঠিত হ'ল নন্দীগ্রামের বুকে যা ১৪ই মার্চকেও ছাপিয়ে গেছে। এখন গোটা এলাকায় চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। মুচলেকা, জরিমানা এসব জিনিস চলছে। বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে মিছিল করানো হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে, কংগ্রেসি শাসনে গণআন্দোলন দমনে পুলিশ-মিলিটারি নিয়োগ করা হত, কিন্তু পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে চারদিক অবরুদ্ধ করে পেশাদারি খুনি দিয়ে সাধারণ মানুষের উপরে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ নামিয়ে আনা — এদেশে আগে ঘটেনি। সিপিএম তা ঘটাল। আইনকে তারা খুনিদের হাতে তুলে দিল। এর পরিণাম ভয়াবহ। এই অবস্থায় রাজ্যের সমস্ত জায়গায় সিপিএমের ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিএমের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনটি শরিক দল যে বলিষ্ঠ সমালোচনা করেছে তাকে স্বাগত জানাই। এই খুনি সরকারের সঙ্গে তারা সম্পর্ক ছেদ করুক, এটা জনগণ চায়। ইতিপূর্বে ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় সিপিএম যখন পুলিশ ও দলীয় ঠ্যাঙাড়েবাহিনী দিয়ে শরিকদলগুলিকে শেষ করার অভিযানে নেমেছিল, তখন এই তিনটি দল সিপিএমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল। আজকের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, যেখানে তাদের আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া দরকার।

''নন্দীগ্রামের ভবিষ্যৎ কী'' — সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এ জিনিস নন্দীগ্রাম মেনে নেবে না। জনগণ আবারও মাথা তুলবে। বন্দুক দিয়ে, হার্মাদ দিয়ে প্রতিবাদী জনগণকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তুলনায় এক না হলেও ইরাকে, ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটানা বীভৎস অত্যাচার চালিয়েও ওখানকার জনগণের মাথা নত করাতে পারেনি, জনগণ দখলদারি মেনে নেয়নি। নন্দীগ্রামের মানুষ আবারও সংঘবদ্ধ হবে। সারা রাজ্যের মানুষের সমর্থন নন্দীগ্রাম পেয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ বৃথা যাবে না।

সেলাম নন্দীগ্রাম

দুয়ের পাতার পর

নিয়েছে) সেই পার্টিগুলির মধ্যে অন্ধতা ও গোঁড়ামির সাথে যদি উগ্র জঙ্গি চরিত্র যুক্ত হয়, তাহলে মার্কসবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই এই সমস্ত পার্টিগুলির এ যুগে ফ্যাসিবাদী পার্টিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় বর্তমান''। আজ সিপিএমের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রায় চল্লিশ বছর আগে কী অভ্রান্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। অতীতে যতটুকু এরা বামপন্থার চর্চা করত, '৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর তাও প্রায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। ঠিক হিটলারের সাকরেদ গোয়েবলসের কায়দায় নন্দীগ্রামে আক্রমণের অছিলা হিসাবে 'সিপিএমের হাজার ঘরছাড়া' আর 'মাওবাদীদের চক্রান্তের' ধুয়া হাজির করেছে। অথচ নন্দীগ্রামে ১৪ই মার্চ গণধর্ষণ ও গণহত্যায় অভিযুক্ত ৩২ জন ক্রিমিনাল ও তাদের বাড়ির লোকজন ও সাকরেদ নিয়ে মাত্র দুই শতাধিক বাইরে ছিল। এদের দেখিয়ে খেজুরিতে ক্যাম্পগুলি করা হয়েছিল বাইরের ভাড়া করা সশস্ত্র ক্রিমিনালদের আস্তানা হিসাবে, যার জন্য এখানে এমনকী সাংবাদিকদের কোনও দিন ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর নন্দীগ্রামে মাওবাদীদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির একজন সম্পাদক আমাদের দলের কমরেড নন্দ পাত্র, আর একজন তৃণমূলের। আন্দোলনে কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, জমিয়তে উলেমা হিন্দের লোকজন ও সাধারণ মানুষ আছেন, একথাও সকলেই জানেন। এদেশের কোথাও মাওবাদীরা হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে এই ধরনের গণআন্দোলন করে না। এসব সত্ত্বেও বারবার মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সত্য বানানোর ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র ওরা চালাচ্ছে। সিপিএমের এই চরিত্র দেখে মার্কসবাদকে ভুল বুঝলে খুবই ক্ষতি হবে। মার্কসবাদ এক মহান বিপ্লবী আদর্শ। মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করার অর্থ, না বুঝে হলেও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে টিকে থাকতে সাহায্য করা। মার্কসবাদ ছাড়া আজকের দিনে কোনও আন্দোলন, কোনও লড়াই, কোনও প্রতিবাদ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলীয়ান হয়েই আমাদের দল এস ইউ সি আই গদিসর্বস্ব রাজনীতির স্রোতে না ভেসে গিয়ে গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করে যাচ্ছে।

একথা পরিষ্কার, আজ সিপিএম-শিল্পপতি-ব্যবসাদার-পুলিশ প্রশাসন-ক্রিমিনালদের এক দুষ্টচক্র সবকিছু কন্ট্রোল করছে। যেখানেই প্রতিবাদ-আন্দোলন হচ্ছে, সেখানেই ওরা এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চালাচ্ছে এবং চালাবে। এই ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলকেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যেখানেই এই সন্ত্রাস হবে, সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ বেশি দূর যেতে পারে না। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারের জৌলুষে বিভ্রান্ত হয়ে কোনও দলকেই অন্ধ সমর্থন করেও হবে না, রাজনীতি বর্জন করেও হবে না। সচেতনভাবে রাজনীতি সকলকেই বুঝতে হবে। পুঁজিবাদ বিরোধী সুনির্দিষ্ট বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শোষণ-অত্যাচার-দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ ও আক্রমণের প্রতিরোধে সচেতন, সংঘবদ্ধ, লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে জনগণের স্থায়ী সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি এবং সৎ, সাহসী যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী।

নীচের দাবিগুলির ভিত্তিতে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে তুলুন ঃ ১। নন্দীগ্রাম থেকে সশস্ত্র সিপিএম দখলদার বাহিনীকে সরাতে হবে। ২। গণহত্যা, গণধর্ষণ ও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী নেতা-ক্রিমিনাল এবং পুলিশ অফিসারদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ৩। শরণার্থী শিবিরে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র পাঠাতে হবে। ৪। নিহতদের, আহতদের পরিজনদের এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৫। এই ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্য দায়ী মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

নন্দীগ্রামের আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে না। সেলাম নন্দীগ্রাম।

শিক্ষক নেতার জীবনাবসান

হরিহরপাড়া থানার প্রান্তসীমানার সুন্দলপুর গ্রামের মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ হিসাবে পরিচিত দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও শিক্ষক নেতা কমরেড আব্দুস সালাম ৩ নভেম্বর রাত ১টা ৪০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘবছর হার্টের কঠিন সমস্যার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সারে প্রায় এক বছর রোগযন্ত্রণার পরিসমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত পার্টি চেতনা নিয়ে তিনি সচেতনভাবে যে জীবনযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তা সকল সংগ্রামী মানুষের কাছেই অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ও থাকবে। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে কমরেড সালামের জীবনের সমাপ্তিতে সারা জেলায় শোকের ঝড় বয়ে যায়।

এক নিম্নবিত্ত মৌলবী পরিবারের রক্ষণশীলতার বেড়া ডিঙিয়ে কিশোর বয়সে ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কার থেকে মুক্তির সেই হল সূচনা। এরই পথ বেয়ে 'দলই জীবন' এই সংগ্রামে একজন যোগ্য বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করেন। ছোটবেলার সদালাপী ধরন, পরোপকারী মনোভাব, সদাহাস্যময়তা, বিনয়, নম্রতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সহজে মেশার মতো গুণাবলী, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রভাবে তাঁর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে সচেতনতায় সমৃদ্ধ ও দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁকে নেতা, কর্মী, সমর্থক, জনগণ — এমনকী ভিন্ন রাজনৈতিক মতানুসারীদের কাছেও অত্যন্ত কাছের মানুষ, মনের মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। যেকোন কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও সেবায়, সামাজিক বিপর্যয়ে, গণআন্দোলনে, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে তাঁর নিঃস্বার্থ প্রাণপাত পরিশ্রম তাঁকে সমগ্র জেলায় সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষক নেতা হিসাবে জনমনে স্থান দিয়েছিল। এনে দিয়েছিল সম্মান, গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা।

রোগাক্রান্ত ভগ্নশরীরে বহরমপুরে বিপিটিএ-র রাজ্য সম্মেলনে তাঁর দায়িত্ব পালন করা এবং রোগযন্ত্রণার মধ্যে পার্টির খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, নানা পরামর্শ দান, উন্নত নৈতিকতা ও বিপ্লবী গুণাবলীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, জীবনমৃত্যুর তীব্র যুদ্ধের মধ্যেও তাঁর আত্মসমালোচনার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাও এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তাঁর স্ত্রীকেও দলীয় কর্মী হিসাবে দলের কর্মসূচিতে লিপ্ত রাখার চেষ্টা তিনি সর্বদা করেছেন। পার্টির জেলা অফিস দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পার্টির অভিমত ও অনুমোদন ছাড়া তিনি নিজে কোনও কাজই করতেন না। তাঁর জীবনযাত্রার প্রভাবে তাঁর ছোট্ট ছেলেটাও দলের নেতা-কর্মীদের আপনজন হিসাবে ভাবার শিক্ষা পেয়েছে। তাই সে লাল পতাকা নিয়ে শেষযাত্রায় সামনের সারিতে পথ হেঁটেছে। কমরেড সালামের প্রভাবে তাঁর সহোদররা ও পরিবারের অন্য সদস্যরাও দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুন্দলপুরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এবং সহোদর ও পরিবারের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রভাব ও কমরেড সালামের জীবনচর্চার প্রভাবের ফলেই আবেগ ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা পার্টির ইচ্ছানুসারে জেলার প্রাণকেন্দ্র বহরমপুরেই সালামের শেষকৃত্যের আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সুন্দলপুর। সেখানে হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন, চোখের জলে বিদায় জানান। স্বরূপপুর পার্টি অফিস হয়ে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় হরিহরপাড়া অফিসে। তারপর বহরমপুর জেলা অফিসে। রাস্তার দু'ধারে অগণিত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়, জানায় লাল সেলাম।

তাঁর জীবনচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই জেলা শহরে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। জেলা অফিসে তাঁর শায়িত মরদেহে মাল্যদান করে বিভিন্ন দল, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসকবৃন্দ সহ পার্টি, গণসংগঠন ও ইউনিট, কমসোমল, দলের কর্মী, সমর্থক ও নেতারা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পার্টির রাজ্য কমিটির পক্ষে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে ও লাল সেলাম জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কমরেড সদানন্দ বাগল, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় নেতা — পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ, প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেতা এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক সাহা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল সহ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

প্রায় দুই সহস্রাধিক নারী-পুরুষের সুদীর্ঘ এক মিছিল অশ্রুসিক্ত চোখে শেষযাত্রায় অংশ নিয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে কমরেড আব্দুস সালামকে বিদায় জানায়। রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মানুষ নীরব হয়ে গিয়েছিল অজান্তেই।

জেলা অফিস সহ সারা জেলায় পার্টি অফিসে অর্ধনমিত রক্তপতাকাগুলি এবং হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের বুকের কালো ব্যাজ শোক ও শ্রদ্ধাকে নীরবে সোচ্চার করে পৌঁছে দিয়েছিল অগণিত জনতার মনে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ সালাম হাসিমুখেই শুনেছিলেন, মৃত্যুকেও গ্রহণ করেছেন হাসিমুখেই। কমরেড সালামের সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত হাসি আর দেখা না গেলেও তা কিন্তু অম্লান হয়ে থাকবে সকলের স্মৃতিতে।

কমরেড আব্দুস সালাম লাল সেলাম!

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার

মহামিছিল, ১৪ নভেম্বর, কলকাতা

নন্দীগ্রাম ঃ এক বিজ্ঞানীর অনন্য একক প্রতিবাদ

বারাসত, ১৪ নভেম্বর — বুদ্ধিজীবী আর বুদ্ধজীবীদের মাঝে এ এক অন্য প্রতিবাদ। এ যেন নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ। কলকাতায় যখন বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মহামিছিল হচ্ছে তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি বারাসতের নীলগঞ্জের সেন্ট্রাল জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. অশেষ কুমার ঘড়ুই। নন্দীগ্রামে মানুষের ওপর অত্যাচার, খুন এতদিন মুখ বুজে সয়েছেন এই বিজ্ঞানী। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় আর পারলেন না। কাজ করতে করতেই উঠে পড়েন তিনি। গবেষণাগারের মোটা স্কেলেই চটজলদি প্রতিবাদী পোস্টার লিখে বুকের সামনে দুহাত দিয়ে একা একাই হাঁটতে থাকেন বারাকপুর স্টেশনের দিকে এই বিজ্ঞানী। অফিস থেকে বার কয়েক নির্দিষ্ট গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হলেও আনা যায়নি।

একা একা মিছিল করে বারাকপুর রোড ধরে বুকের সামনে নন্দীগ্রামের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে পোস্টার নিয়ে অশেষবাবু হাঁটছিলেন আপন মনে। কেন এরকমভাবে প্রতিবাদ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলে ওঠেন, "আর পারছি না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তাই একা একাই মিছিল করব ঠিক করলাম। আমি কোনও রাজনৈতিক দল করি না। কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের মহামিছিল হচ্ছে। আমি আর বসে থাকতে পারিনি। তাই মানুষের উদ্দেশে নন্দীগ্রামের গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে আমার এই একার মিছিল।"

বিজ্ঞানী অশেষবাবুর বুকে প্রতিবাদের যে পোস্টারগুলি লাগানো ছিল তাতে লেখা ছিল, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে সিপিএমকে মুছে দাও', 'নন্দীগ্রামের ঘটনার জন্য দায়ী সিপিএম দূর হটো' ইত্যাদি। অশেষবাবুর উদ্দেশ্য একটাই, কথাগুলি রাস্তার দু'পাশের মানুষকে জানানো, আর তা জানাতেই তাঁর বারাকপুর স্টেশন পর্যন্ত ১০ কিমি হেঁটে যাওয়া। প্রায় ২ ঘণ্টা পথ চলার মধ্যে দু'বার অফিস থেকে গাড়ি পাঠানো হয়েছিল ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু তিনি ফেরেননি। শেষে আবারও অফিসের একটি টাটা সুমো গাড়ি (ডব্লু বি ২৪-এ-৯২০১) নিয়ে চালক ভগবান সিং এক বিজ্ঞানী সহ আরও দুজনকে নিয়ে সোজা চলে যান বারাকপুর স্টেশনের দিকে। সেখানে ওই প্রতিবাদী বিজ্ঞানীর দেখা মেলে। তাঁর সারা গা দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে। চোখেমুখে প্রতিবাদের আগুন। পরিচিত পুরনো ড্রাইভার ভগবান সিংই বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনেন বিজ্ঞানী অশেষ কুমার ঘড়ুইকে। ফিরে এসে অফিসের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "সারা ভারতের লোককে আমার প্রতিবাদ জানানোর ইচ্ছা। এ কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না!"

(অভ্রনীল মুখোপাধ্যায়, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ১৫-১১-০৭)

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফল করুন

২৭-২৯ নভেম্বর, কলকাতা

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির কত বড় ভয়ঙ্কর শত্রু, ভিয়েতনামের পর এখন আবার ইরাক, লেবানন, প্যালেস্টাইন সহ বিশ্বের দেশে দেশে তা প্রমাণিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশু-বৃদ্ধের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে। মধ্যপ্রাচ্যের বীর জনগণ মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের সামনে মাথা নত না করে জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ সংগ্রামের যে আগুন জ্বালিয়েছেন, তা কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসনের সর্বস্তরে। ইরাকের বুকে প্রাণভয়ে ভীত মার্কিন সেনারা বিদ্রোহ করছে, খোদ ওয়াশিংটনে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের আমলারাও এখন ভয়ে ইরাকে যাওয়ার সরকারি নির্দেশ অমান্য করছেন প্রকাশ্যে। ল্যাটিন আমেরিকার জনগণও আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের পয়লা নম্বর সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র আমেরিকা আজ 'সন্ত্রাসবাদ', বিশেষ করে 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' দমনের ধুয়া তুলে দেশে দেশে একদিকে যেমন সশস্ত্র আগ্রাসন চালাচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি আজ শিল্পে অনুন্নত ও দুর্বল দেশগুলির অর্থনীতিতে ঢুকছে, যার শরিক হয়েছে ভারতের পুঁজিবাদী শাসকরাও। ভারতের একেচেটে পুঁজিপতিরাও বিদেশি মাল্টিন্যাশানালদের সাথে হাত মিলিয়ে দেদার মুনাফা লুঠছে, সম্পদের পাহাড় তৈরি করছে; আর দেশে গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের কোপে ছটফট করছে। কৃষক সমাজের জীবন ও জীবিকা চুরমার হয়ে যাচ্ছে, খুচরো ব্যবসায়ীরা ধ্বংসের মুখে পড়ছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সবই আজ মাল্টিন্যাশানাল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আক্রমণের টার্গেট। ফলে ভারতবাসীও আজ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলো দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে নগ্নভাবে কাজ করছে। অপর দেশ লুঠ করবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের শরিক হচ্ছে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। এদেশেও আজ 'সন্ত্রাসবাদ দমনের' অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণকে 'দেশের শত্রু' বানিয়ে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। এই সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা আজ জরুরি দরকার। আর দরকার বিভিন্ন দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দ্বারা বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য নিয়েই আগামী ২৭-২৯ নভেম্বর কলকাতায় একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকা, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ সহ বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে আসছেন। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে আপনারাও এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসুন, এই আবেদন জানাই।

কলকাতা সম্মেলনে যাঁরা আসছেন বলে এখন পর্যন্ত জানিয়েছেন ঃ

আমেরিকা ঃ র‍্যামসে ক্লার্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব অ্যাটর্নি জেনারেল, সারা ফ্লাউন্ডার্স; **রাশিয়া** ঃ নীনা আন্দ্রিয়েভা; **কানাডা** ঃ সোনিয়া বসকি; **জার্মানি** ঃ মাইকেল ওপারস্কালস্কি, ইনগো নিয়েবেল; **ফ্রান্স** ঃ আলেকজান্ডার মুন্বারিস, ভাওলেট দেওইরে; **প্যালেস্টাইন** ঃ আহমেদ জামুল, সোহেল-এল-নাতুর; **সিরিয়া** ঃ কাসেম সালেহ্; **লেবানন** ঃ আলি আকিল খলিল, সৈয়দ মহম্মদ আলামি, খালেদ রাবাস, মহম্মদ কাসেম, মাহমুদ কোমাতি, আবদুল্লাহলিম ফাদলাহ্, মোস্তাফা হাজ আলি; **চাদ** ঃ ড: লে নগর দিগাল; **ইরান** ঃ ড: জাভেদ রেকাবি সরবাফ, নাসের পুর হাসান, মোর্তেজা সনবলি; **নেপাল** ঃ লীলামণি পোখরেল; **বাংলাদেশ** ঃ খালেকুজ্জামান, মুবিনুল হায়দার চৌধুরী; **মালয়েশিয়া** ঃ দাতুক আলি রুস্তম; **আলজিরিয়া** ঃ বেল কাসেম আহমেদ, মেহেরজেরে লামারি; **সুদান** ঃ গাজি বাবিকার হুমিদা, মহম্মদ আবদাল্লা সেখ ইদ্রিস, মহম্মদ সলাহা আহমেদ; **মরিশাস** ঃ ললিতা পরমেশ্বর, নন্দকেশর সিং বসুন্দিয়াল; **বাহরিন** ঃ আমিল আহমেদ আল মুখারেক।

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২৮-২৯ নভেম্বর, ২০০৭, মহাজাতি সদন, কলকাতা

২৭ নভেম্বর মার্কিন তথ্য দপ্তরে
প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন
জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in